দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 18 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৮

আরও স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা দরকার

ভর্তি সমস্যা মিটাতে কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে

মুজতবা খন্দকার ঃ এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল করলেও যে সকল ছাত্রছাত্রী পাস করেছে তাদের সবাই কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। এ অবস্থায় অভিভাবক মহল ভাল স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করার দাবী জনিয়েছেন। গত বছর ১৫টি নামী স্কুলকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

এবছর ৫টি শিক্ষা বোর্ডের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে মোট ৯৯ হাজার ৫৮৬ জন প্রথম বিভাগে পাস করেছে। এর মধ্যে স্টার পাওয়া ছাত্রছাত্রীও রয়েছে প্রচুর। এ বছর মোট ১লাখ ৯৭ হাজার ৮১১ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে,

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ভর্তি সমস্যা মিটাতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কলেজে বা সমপর্যায়ে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা রয়েছে ৯৭ হাজার।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বছর আরও কিছু অর্থাৎ ১০ হাজারের মত আসন বৃদ্ধি করা হবে। তাহলে আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ১ লাখ ৭ হাজার। এর পরেও পাস করা সব ছাত্রছাত্রীর কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা নেই।

ভর্তি সংকট সবচেয়ে প্রকট আকার ধারণ করবে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। দেশে নামকরা কলেজের আসন সংখ্যা রয়েছে মাত্র তিরিশ হাজার। অথচ প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্রছাত্রীই রয়েছে ৯৯ হাজারেরও বেশী।

শুধু রাজধানীতে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে মাত্র ১২ হাজার।

রাজধানীর বিভিন্ন নামী স্কুল থেকে প্রথম বিভাগ, স্টারপ্রাপ্ত ও মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ হাজারেরও বেশী। ফলে ভর্তির ক্ষেত্রে রাজধানীর কলেজগুলোতে কি কঠিন প্রতিযোগিতা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

রাজধানীর বেশ কিছু ভাল স্কুলে ইতিমধ্যে কলেজ চালু করা হয়েছে। এছাড়া কলেজের ভৌত সুবিধা রয়েছে এমন স্কুলের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এর মধ্যে সেন্ট জেভিয়ারস. হাইস্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, সেন্ট গ্রেগরীস হাইস্কুল, মিরপুর মনিপুর হাইস্কুল, আরমানীটোলা সরকারী হাইস্কুল, মতিঝিল গবর্নমেন্ট হাইস্কুল উল্লেখযোগ্য।

এই স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষ কলেজ চালুর ব্যাপারে তাদের আগ্রহের কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছে বলে জানা গেছে।

গত বছর শিক্ষামন্ত্রণালয় কলেজগুলোতে ভর্তি সংকট দেখে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যাপারে একটি নিয়ম চালু করেন। কিন্তু এতেও ভর্তি সংকট না কাটলে পরে শিক্ষামন্ত্রণালয় দেশের ভাল কিছু স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার নির্দেশ দেয়।

এ বছর শিক্ষামন্ত্রণালয় আবারও ভর্তির সংকট নিরসনের লক্ষ্যে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। সূত্র জানিয়েছেন, এবছর আবারও ভর্তির ব্যাপারে নতুন কোন সিদ্ধান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে পারে। তবে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হোকনা কেন তা খুব শিগগিরই নিতে হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

এদিকে ভর্তির ব্যাপারে এই অনিশ্চয়তা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। অভিভাবকরা দাবী করছেন, কলেজগুলোতে এই ভর্তির সংকট এড়ানোর জন্য গতবারের মত এবারও অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল স্কুল শনাক্ত করে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উচিত সেগুলোতে কলেজের কার্যক্রম চালু করা। না হলে ভর্তি হতে না পেরে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে রাজধানীর ভাল কলেজগুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালু করলে ভর্তি সংকট অনেকটা কমতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এসব কলেজগুলোর মধ্যে তেজগাঁও কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রী কলেজ, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, মীরপুর বাঙলা কলেজ উল্লেখযোগ্য। এসব কলেজগুলিতে দ্বিতীয় শিফট চালুর ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য রাজধানীর বেশ কিছু কলেজে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় শিফট চালু রয়েছে।